স্বামীর ছাঁচে বিকশিত প্রতিভারা

বেগম রোকেয়া (২)

আকিমুন রহমান

'নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার কথাও রোকেয়া মাঝে মধ্যে বলেন, তবে তা নেহাতই উত্তেজিত ভাষণমাত্র। নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার চেয়ে তাঁর কাছে মূল্যবান বলে গণ্য হয় পতিপ্রভুর যোগ্য অর্ধাঙ্গিনী হয়ে ওঠার ব্যাপারটি।...যেহেতু সে তুষ্ট করে পুরুষতন্ত্রের সকল চাহিদা, তাই পুরুষতন্ত্র তাকে দেয় মহামহীয়সী অভিধা। এভাবে আসলে পুরুষতন্ত্র পালন করে নিজের জয়ন্তী উৎসব।'

পূর্ব্বর্তী পর্বের পর থেকে ...

যে নারী-শিক্ষার জন্য রোকেয়া এত উচ্চকন্ঠ, তা সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস পুরুষতান্ত্রিক ধারণা ও বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বিশ্বাস করেন নারীর ভূমিকা বিষয়ক পুরুষতান্ত্রিক সকল বিধি নির্দেশ। প্রভুর যোগ্য 'সহধর্মিনী' হয়ে ওঠার জন্যই নারী শিক্ষার প্রয়োজন বলে তিনি বারংবার রটনা করেন। নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার কথাও রোকেয়া মাঝে মধ্যে বলেন, তবে তা নেহাতই উত্তেজিত ভাষণমাত্র। নারীর স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার চেয়ে তার কাছে মূল্যবান বলে গণ্য হয় পতিপ্রভুর যোগ্য অর্ধাঙ্গিনী হয়ে ওঠার ব্যাপারটি। তাই নানাভাবে নারী শিক্ষার রোকেয়ার চারপাশের 'নতুন আদম' নারী সম্পর্কে ওই সময় পোষন করেছে যে বিশ্বাস, নারীর যেমন মুক্তি তারা চেয়েছে, রোকেয়াও চেয়েছেন তা-ই। তবে নতুন আদমের মধ্যে প্রথার বিরুদ্ধে ক্ষভ ও ক্রোধ নেই, রোকেয়ার

মধ্যে তা প্রবলভাবে আছে। তার কারণ আশরাফ পিতৃকূলের কৌলন্যের মান রক্ষার জন্য সামান্য লেখাপড়া শেখার সুযোগও না পাওয়ার বা নিরক্ষর থাকার পীড়ন সইতে হয়েছে রোকেয়াকে, নতুন আদমকে নয়। রোকেয়ার ক্ষোভ শুধু ওইটুকুর জন্য। রোকেয়া ক্ষুব্ধ কিছু কিছু কুপ্রথার বিরুদ্ধে, নতুবা তার জীবন প্রথানুগত্যেরই আন্য নাম মাত্র।

রোকেয়া মুক্তি চান অবরোধবাসিনীর অন্ধকার জীবন থেকে, কিন্তু নিজেকে গভীর পর্দায় আবৃত করে পূণ্য সঞ্চয়ে আছে তার গভীর আগ্রহ। নতুন আদমের মতো তিনিও বিশ্বাস করেন নারীর বোরকা পরা দরকার, কারণ -

কোন সম্ভ্রান্ত মহিলাই ইচ্ছা করেন না যে তাঁহার প্রতি দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হয়।

নানা শ্রেনীর পুরুষের ‘দৃষ্টি হইতে’ বা ‘সাধারণের দৃষ্টি (Public gaze) হইতে রক্ষা পাইবার জন্য’ নারীকেই নিজেকে আবৃত করে রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে। রোকেয়া পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে নানা ভাবে সন্ধি করেছেন নারীর কল্যানের জন্য নয়, নারী মুক্তির লড়াই অব্যাহত রাখার স্বার্থে নয়, করেছেন আরেকটি পুরুষের তৈরি করে দিয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানটিকে বহাল তবিয়তে রাখবার জন্য। রোকেয়ার লেখক হয়ে ওঠাও তাঁর আত্মবিশ্বাসের ফল নয়। পতিপ্রভুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রভুর গৌরব বৃদ্ধির জন্যই দেখা যায় সৃষ্টিশীলতা।

আটাশ বছর বয়স থেকে রোকেয়াকে নিয়ন্ত্রন করে একটি শব, একটি পুরুষের শবদেহ; জীবদ্দশায় যার নাম হয়েছিল সাখাওয়াত হোসেন। এ প্রভু শুধু জীবদ্দশায় রোকেয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেই তৃপ্ত হতে পারেনি; তাঁর মৃত্যু দীর্ঘকাল ধরে রোকেয়া যে জীবন যাপন করবে খুবই কৌশলে তা নিয়ন্ত্রণের অতি সুবন্দোবস্তও করে গেছে। তাঁর মৃত্যুকালে রোকেয়া যৌবনের মধ্যাহ্নে; আটাশ বছর বয়সে তাঁকে বৈধব্য বরণ করতে হয়। সাখাওয়াৎ হোসেন মৃত্যুবরণ করেন ১৯০৯-এ, তারপর রোকেয়াকে পাড়ি দিতে হয় প্রায় দুই যুগ এবং ৫১ (বা ৫৩) বছর বয়সে ১৯৩২-এ রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন। এই দুই যুগ রোকেয়া জীবন কাটান একটি মৃত পুরুষের ঠিক করে যাওয়া অনুশাসন অনুসারে। সাখাওয়াৎ তাঁর মৃত্যু পরবর্তীকালে তরুনী রোকেয়ার জীবন যাপন প্রসংগ নিয়ে বড়োই ভাবিত ছিলেন বলে জানা যায়।

প্রভু ভাবিত ছিলেন তার মৃত্যুর পরে তাঁর পরিচারিকার আন্যের ভার্যায় পরিণত হয়ার আশঙ্কায়। বিধবা তরুনীটি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর বিধবা ভার্যা থেকেই তাঁকে মহিমান্বিত করে চলুক - এ প্রভু মনে প্রাণে তাই চায় এবং সুকৌশলে রুদ্ধ করে দেয় রোকেয়ার অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে স্বাভাবিক জীবন যাপনের সকল পথ। বিবাহ কখনোই জীবনের মহা গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার বলে গন্য হতে পারে না। এবং বিবাহ বিষয়ক যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার

ব্যক্তির নিজের। বৈধব্যের কালে রোকেয়াকে আবার বিবাহিত হতেই হবে এমন কোন কথা নেই, তবে হতে যে হবেই না এমন কোন ঐশ্বরিক বিধিও শুধু রোকেয়ার জনয় প্রস্তুত হতে পারে না। কিন্তু তার পতিপ্রভু শুধু রোকেয়ার জনয়ই তৈরি করে রেখে যায় 'পুতপবিত্র বৈধব্য জীবন' অবশ্যাম্ভাবী করে নেয়ার নানা বিধি।

প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর কন্যার বয়সীকে পুনর্বিবাহ করতে সাখাওয়াতের বাঁধে না, এবং এ কথা খুবই জোড় দিয়ে বলা যায় রোকেয়ার মৃত্যু হতো, তবে বৃদ্ধ বয়সে সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজনে 'অনন্যোপায়' হয়ে সাখাওয়াৎ আবার বিবাহ না করে পেরে উঠতেন না। কিন্তু নিজের মৃত্যুর পরে হলেও তাঁর 'সম্পত্তি' অন্যের অধিকারে চলে যাবে - পতিপ্রভু এ চিন্তাও মনে ঠাঁই দিতে পারে না। সে তাই রোকেয়ার সামনে ঝুলোয় মহীয়সী হবার নানা মূলো, আর রোকেয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত অতি সুখের সঙ্গে পালন করে চলে পতিপ্রভুর তৈরী করে যাওয়া সব বিধি। যেহেতু সে তুষ্ট করে পুরুষতন্ত্রের সকল চাহিদা, তাই পুরুষতন্ত্র তাকে দেয় মহামহীয়সী অভিধা। এভাবে আসলে পুরুষতন্ত্র পালন করে নিজের জয়ন্তী উৎসব। কেননা মৃত পুরুষের এমন আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ রোকেয়ার জীবনে ছাড়া কোথাও দেখা যায় না।

(চলবে)